প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান নীতিমালা, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং- ১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmedutrust.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং-৩৭.২৪.০০.০০০.৯৪.১০৮.২০১৭২৬৮১/১(২৪)

তারিখ: ১৫ চৈত্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ / ২৯ মার্চ, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান নীতিমালা, ২০১৭

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ অনুসারে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. বা পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১.১ শিরোনাম

এ নীতিমালা "প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান নীতিমালা, ২০১৭" নামে অভিহিত হবে।

১.২ প্রয়োগ ও প্রবর্তন

(ক) এ নীতিমালা ০১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ হতে কার্যকর হবে;

(খ) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. বা পি.এইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ উচ্চতর গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধ্যমে উন্নত জ্ঞান আহরণ, উদ্ভাবন এবং প্রয়োগের বিস্তৃতি সাধন করা এবং তা ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানো;

২.২ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পেশাগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি;

২.৩ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধীনে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের লক্ষ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী গবেষকদের জন্য এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম বিস্তৃত করা এবং তাঁদের গবেষণার ফলাফল ও অর্জিত অভিজ্ঞতা পরবর্তী পর্যায়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োগ করা;

২.৪ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যান্য উপাদান, পল্লি উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা;

২.৫ দেশজ সম্পদ ও মেধার অধিকতর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত করা;

২.৬ মৌলিক ও ফলিত গবেষণাকে অগ্রাধিকার প্রদান;

২.৭ উচ্চতর গবেষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

৩.০ গবেষণার অধিক্ষেত্র

৩.১ সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science);
৩.২ জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞান (Life Science);
৩.৩ ভৌত বিজ্ঞান (Physical Science);
৩.৪ সমুদ্র বিজ্ঞান (Marine Science);
৩.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communications Technology);
৩.৬ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals (SDGs);
৩.৭ কলা, মানবিক, বাণিজ্য ও আইন (Arts, Humanities, Commerce and Law);
৩.৮ জলবায়ু, বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান (Climate, Forest and Environmental Science);
৩.৯ শিক্ষা ও উন্নয়ন (Education and Development)।

সামগ্রিকভাবে জাতীয় চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ করতে হবে।

৪.০: তহবিল গঠন

ট্রাস্ট এর অর্থে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী গবেষকদের উচ্চতর শিক্ষায় এম.ফিল. এবং পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ প্রদানের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রাস্ট এর 'এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. গবেষণা তহবিল' নামে পৃথক একটি তহবিল গঠন করা

হবে যা মেয়াদি আমানত হিসেবে জমা রাখা হবে এবং এর লভ্যাংশ দিয়ে গবেষকদের বৃত্তি দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর মেয়াদি আমানতের লভ্যাংশ থেকে ৫ কোটি টাকা দিয়ে প্রাথমিকভাবে এ তহবিল গঠন করা হবে। পরবর্তীতে কোন অনুদানের অর্থ, দানবীর/সমাজহিতৈষী কোন ব্যক্তির আর্থিক অনুদান এবং ট্রাস্ট তহবিলের লভ্যাংশ হতে প্রদেয় অর্থ দ্বারা এ তহবিলের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা তহবিল এ তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৫.০ তহবিল ব্যবস্থাপনা

এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ওপর ন্যস্ত থাকবে। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর যৌথস্বাক্ষরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. গবেষণা তহবিল পরিচালিত হবে। মেয়াদি আমানতের লভ্যাংশ দিয়ে আলাদা একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হবে যা থেকে গবেষকদের বৃত্তি প্রদান করা হবে। শেষোক্ত হিসাবটি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর একক স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

৬.০ গবেষণা ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা

৬.১ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে।

৬.২ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. গবেষণা তহবিল এর লভ্যাংশ হতে প্রতি বছর এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. বৃত্তি প্রদান করা হবে। বৃত্তি প্রদানের পূর্বে গবেষকদের সংখ্যা নিরূপণপূর্বক প্রাক বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বাজেটের অতিরিক্ত কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

৬.৩ বৃত্তি প্রদানের বিষয়ে সভা, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় সঞ্চয়ী হিসাব থেকে নির্বাহ করা হবে।

৬.৪ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বাছাই কমিটির সভাপতি, সদস্য ও সদস্য-সচিব সময়ে সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

৭.০ ব্যবস্থাপনা কমিটি

৭.১ নিম্নেবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে:

(১)	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	সদস্য
(৩)	সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(৪)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৬)	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৭)	উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৮)	উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
(৯)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সদস্য-সচিব

৭.২ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ:

(ক) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের তহবিল বৃদ্ধির বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(খ) বৃত্তি প্রদানের হার, নীতিমালা ও পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(গ) প্রতিবছর এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের জন্য সংখ্যা নির্ধারণ ও বাজেট অনুমোদন। কমিটি প্রয়োজনমত সভায় মিলিত হবে।

৮.০ বাছাই কমিটি

৮.১ নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠন করা হবে:

(১)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ১ জন সদস্য (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৩)	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পর্যায়ের ১ জন প্রতিনিধি (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৪)	উপ-উপাচার্য, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য

(৫) উপ-উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
(৬) মহাপরিচালক (সংশ্লিষ্ট), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় — সদস্য
(৭) অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় — সদস্য
(৮) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় — সদস্য
(৯) বিশেষজ্ঞ সদস্য (প্রয়োজনীয় সংখ্যক) — সদস্য
(১০) পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট — সদস্য-সচিব

৮.২ বাছাই কমিটির কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ:

(ক) প্রার্থীদের আবেদনসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই এবং প্রয়োজনে আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ;
(খ) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে উচ্চতর গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন;
(গ) গবেষকদের গবেষণা কাজের মূল্যায়ন, বার্ষিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং গবেষকদের ফেলোশিপ বা অনুদান নবায়ন করা;

কমিটি প্রয়োজনমত সভায় মিলিত হবে এবং প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে-কোনো বিশেষজ্ঞকে এ কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৯.০ ফেলোশিপ ও বৃত্তির হার, অনুদান, তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষকের সম্মানী

পিএইচ.ডি. কোর্সে গবেষণার জন্য নির্বাচিত গবেষককে প্রতিমাসে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা হারে এবং এম.ফিল. কোর্সে প্রতিমাসে ১০.০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হবে। উপাত্ত সংগ্রহ, বই- পুস্তক ক্রয় ও অভিসন্দর্ভ (থিসিস) মুদ্রণ/কম্পিউটার কম্পোজের জন্য গবেষণার ক্ষেত্র অনুযায়ী পিএইচ.ডি. গবেষককে সর্বোচ্চ এককালীন ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা এবং এম.ফিল. গবেষককে সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হবে। পিএইচ.ডি. কোর্সের গবেষণা পরিচালনায় সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য গবেষণা তত্ত্বাবধায়ককে এককালীন সম্মানী বাবদ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা এবং এম.ফিল. গবেষণার জন্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। একাধিক গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের ক্ষেত্রে সম্মানী ভাতা ৬০:৪০ হারে প্রদান করা হবে। তবে সময়ে সময়ে ব্যবস্থাপনা ও নীতিনির্ধারণ কমিটি কর্তৃক ফেলোশিপ ও বৃত্তির হার, অনুদান, তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষকের সম্মানী পুন:নির্ধারণ করা যাবে।

১০.০ ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের শর্ত ও নিয়মাবলি

১০.১ পিএইচ.ডি. গবেষণার মেয়াদ সাধারণত ৩ (তিন) বছর হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশক্রমে গবেষণার মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর বৃদ্ধি করা যেতে পারে। গবেষণার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলেও বৃত্তির মেয়াদ ৩ (তিন) বছরেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

১০.২ এম.ফিল. গবেষণার মেয়াদ সাধারণত ২ (দুই) বছর হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশক্রমে গবেষণার মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা যেতে পারে। গবেষণার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলেও বৃত্তির মেয়াদ ২ (দুই) বছরেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

১০.৩ বৃত্তির জন্য মনোনীত হবার পর প্রার্থীকে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর বিনানুমতিতে গবেষকগণ অন্য কোন উৎস হতে একই গবেষণার জন্য অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন না। চুক্তির কোনো শর্ত ভংগ করলে অথবা স্বেচ্ছায় গবেষণার কাজ বন্ধ করলে বৃত্তি হিসেবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ৫% ব্যাংক সুদসহ ফেরত দিতে হবে।

১০.৪ গবেষকগণ প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এ দাখিল করবেন। তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে।

১০.৫ গবেষকগণ নিয়মিত গবেষক (পূর্ণকালীন) হিসেবে গবেষণায় নিয়োজিত থাকবেন এবং বৃত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গবেষণাকালীন অন্য কোন চাকুরীর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

১০.৬ গবেষণা শেষ হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে গবেষকগণ তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে সমাপনী প্রতিবেদনসহ গবেষণা অভিসন্দর্ভের ৩ (তিন) কপি ও একটি সফট কপি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এ দাখিল করবেন। সফট কপিসহ প্রতিবেদন ও অভিসন্দর্ভের কপি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এ যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে জমা দিতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ গৃহীত অর্থ গবেষক ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

১০.৭ গবেষণা অগ্রগতি সাপেক্ষে প্রতি ৬ মাস পর পর মোট ৬ কিস্তিতে গবেষকের অর্থ মঞ্জুর করা হবে। প্রতি কিস্তির অর্থপ্রাপ্তির জন্য গবেষককে তার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গবেষণার সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১০.৮ ৪র্থ কিস্তির অর্থ গ্রহণের পূর্বে গবেষণাকর্মের প্রথম সেমিনার সম্পন্ন করতে হবে এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। ৫ম কিস্তির অর্থ গ্রহণের পূর্বে গবেষণাকর্মের চূড়ান্ত সেমিনার সম্পন্ন করতে হবে এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সর্বশেষ কিস্তি গ্রহণের পূর্বে গবেষণা অভিসন্দর্ভ জমাদানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে এবং অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপি (৩ কপি) ও একটি সফট কপি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এ জমা দিতে হবে।

১০.৯ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক তাঁর অভিসন্দর্ভের কৃতজ্ঞতাস্বীকারে উল্লেখ করতে হবে যে, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ফেলোশিপপ্রাপ্ত হয়ে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১০.১০ তত্ত্বাবধায়কের সম্মানী গবেষণাকর্ম সমাপ্ত (ডিগ্রি প্রাপ্তি) হওয়ার পর প্রদান করা হবে।

১১.০ আবেদনকারীর যোগ্যতা ও বয়স

১১.১ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. বা পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষকগণ আবেদন করতে পারবেন;

১১.২ কেবলমাত্র পূর্ণকালীন গবেষক এ বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবেন; খণ্ডকালীন বা কোন প্রকল্প গবেষক এই বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

১১.৩ শিক্ষাজীবনের একটিতে প্রথম বিভাগসহ এস.এস.সি, এইচ.এস.সি, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণি থাকতে হবে।

১১.৪ আবেদনকারীর স্নাতক পর্যায়ে ৩ অথবা ৪ বছরের (অনার্স) সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

১১.৫ এ নীতিমালার আওতায় এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রির লক্ষ্যে বৃত্তির জন্য আবেদনের বয়স অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। তবে সরকারি চাকুরিজীবীর ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য। সরকারি চাকুরিরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোর্স সমাপ্তির শেষ তারিখ হতে পি.আর.এল-এ গমনের তারিখ পর্যন্ত কমপক্ষে ৩ বছর সময় থাকতে হবে।

১১.৬ সরকারি/আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে এবং ফেলোশিপ মনোনীত হওয়ার ২ (দুই) মাসের মধ্যে পূর্ণকালীন গবেষক হিসেবে প্রেষণ/ছুটি নিয়ে গবেষণাকর্মে যোগদান করতে হবে।

১২.০ বিজ্ঞপ্তি প্রদান ও গবেষক নির্বাচন

১২.১ সাধারণত ক্যালেন্ডার বছরের শুরুতে কমপক্ষে ৩টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক (১টি ইংরেজিসহ) পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত আহবান করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে। বিজ্ঞপ্তির কপি ব্যাপক প্রচারণার জন্য সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ভর্তি হয়েছেন/ভর্তির নিশ্চয়তা পেয়েছেন এমন গবেষকগণ নির্ধারিত আবেদনপত্রে (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ) গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করবেন। আবেদনপত্রের সাথে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার অনুলিপি (সনদ ও মার্কশিট), রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংযোজন করতে হবে।

১২.২ বৃত্তির জন্য আবেদনকারীদের স্ব-স্ব উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী রেজিস্টেশন পত্র, ভর্তির জন্য নিশ্চয়তাপত্র (Letter of Acceptance) সহ আবেদন করতে হবে। প্রাপ্ত আবেদন পর্যালোচনার পর মনোনীত হলে আবেদনকারীকে বৃত্তি প্রদানের অঙ্গীকার পত্র (Letter of Commitment) প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে ভর্তির প্রমাণপত্র দাখিলের পর হতে বৃত্তি কার্যকর করা হবে।

১২.৩ উপযুক্ত গবেষক নির্বাচনের জন্য বাছাই কমিটি প্রার্থীদের আবেদনসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করবে এবং চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য সুপারিশ করবে।

১৩.০ গবেষণা ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি

১	শিক্ষাগত পটভূমি	২০
২	বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় গবেষণার বিষয়বস্তুর উপযোগিতা	২০
৩	পূর্বগবেষণা ও প্রকাশনা	২০
৪	গবেষণা প্রস্তাবের মান	৪০
মোট		১০০

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদন ফরম

ক্রমিক সংখ্যা: (অফিস কর্তৃক পূরণীয়).............

এম.ফিল./পিএইচ.ডি.
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিতে হবে)

১। আবেদনকারীর নাম (বাংলায়):...
(ইংরেজিতে IN BLOCK LETTERS):..
২। পিতার নাম:...
৩। মাতার নাম: ....
৪। জন্ম তারিখ:...
৫। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
৬। জাতীয়তা:...
৭। ঠিকানা: ....
(ক) বর্তমান: ....
(খ) স্থায়ী:...
৮। এম.ফিল./পিএইচ.ডি. কোর্সে ভর্তির তথ্যাবলি
(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম:...
(খ) বিভাগ:...
(গ) রেজিস্ট্রেশন নম্বর:..
(ঘ) শিক্ষাবর্ষ:..
৯। চাকুরিরত প্রার্থীর ক্ষেত্রে
(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:...
(খ) অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়/বিভাগ (যদি থাকে):...
(গ) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর: ....
(ঘ) চাকুরিতে যোগদানের তারিখ:..
(ঙ) পদবি:..
(চ) চাকুরি স্থায়ী/অস্থায়ী: (প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে):.......................................
(ছ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র সংযুক্ত করতে হবে।
১০। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসহ অনধিক ৭০০০ শব্দের মধ্যে গবেষণা প্রস্তাব (Synopsis) দাখিল করতে হবে।
(ক) গবেষণাকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
(খ) গবেষণাকর্মের যৌক্তিকতা:
(গ) গবেষণাকর্মে অনুসৃত পদ্ধতি:
(ঘ) গবেষণাকর্মের সম্ভাব্য ফলাফল:
(ঙ) প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মের/গবেষণাক্ষেত্রের ওপর পূর্বে কোনো গবেষণা হয়ে থাকলে তার বিবরণ এবং নতুন গবেষণার যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে। পূর্বে গবেষণা না হয়ে থাকলে প্রাসংগিক গবেষণাকর্মের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হবে।
১১। গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের নাম:...
পদবি...বিভাগ:..
বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউট:...
মোবাইল নম্বর/ফোন নম্বর:.......................................ই-মেইল:...................................
১২। সহ-তত্ত্বাবধায়কের নাম (যদি থাকে):...
পদবি:..বিভাগ:..
বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউট:...
মোবাইল নম্বর/ফোন নম্বর:.......................................ই-মেইল:...................................
১৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রার্থিত বিষয়ে এম.ফিল./পিএইচ.ডি. কোর্সে ভর্তির Letter of Acceptance পেয়েছেন কি না? (উত্তর হ্যাঁ হলে Letter of Acceptance এর মূল কপি সংযুক্ত করতে হবে।)
১৪। শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ (সকল সনদ/নম্বরপত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে)

পরীক্ষার নাম	বছর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	বিভাগ/শ্রেণি/ বিষয়	মোট নম্বরের শতকরা হার/জিপিএ
এস.এস.সি.					
এইচ.এস.সি.					
স্নাতক (সম্মান)					
স্নাতকোত্তর					
অন্যান্য একাডেমিক ডিগ্রি (যদি থাকে)					

১৫। বিশেষ কোর্স/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে থাকলে তার বিবরণ (যদি থাকে):.......................................

১৬। গবেষণার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে):..

১৭। আবেদনকারী সম্পর্কে তথ্য প্রদানে সক্ষম এমন দু'জন শিক্ষক/গবেষক/চাকুরিজীবী
(তাঁদের নিকট থেকে পৃথক পৃথক প্রশংসাপত্রসহ)

(ক) নাম:..ঠিকানা:..................................
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর:...ই-মেইল:.................................

(খ) নাম:..ঠিকানা:..................................
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর:...ই-মেইল:.................................

তারিখ:.....................................

....
আবেদনকারীর স্বাক্ষর

....
সহ-তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর (যদি থাকে)

....
তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

....
প্রতিষ্ঠান/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

....
বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর

....
উপাচার্যের স্বাক্ষর

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করে আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(খ) ৬ সেট আবেদনপত্র জমা দিতে হবে (২ সেট মূল কপিসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফটোকপি প্রযোজ্য হবে)।

(গ) চাকুরিরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পূর্ণকালীন গবেষণাকর্মে যোগদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগ এর অনুমতিপত্র বা No Objection Certificate জমা দিতে হবে।

(ঘ) আবেদিতপত্রে উল্লিখিত গবেষণার জন্য গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কোন অর্থ বা ফেলোশিপ/বৃত্তি গ্রহণ করেননি বা গ্রহণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হননি তার নিশ্চয়তাপত্র জমা দিতে হবে। যে প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট এ গবেষণার জন্য ভর্তি হয়েছেন সে প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট এর প্রধান/বিভাগীয় প্রধান এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষরযুক্ত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

(ঙ) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর এম.ফিল./পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তির জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত প্রার্থীকে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে এবং চুক্তি মোতাবেক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে হবে।

২৯/০৩/২০১৭ খ্রি.
(মো: নূরুল আমিন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৮১৯২২০০

নং-৩৭.২৪.০০.০০০.৯৪.১০৮.২০১৭২৬৮১/১(২৪)

তারিখ: ১৫ চৈত্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৯ মার্চ, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব/সচিব...।
৬. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮. উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
৯. উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
১০. উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
১১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২. উপ-উপাচার্য, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩. উপ-উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪. অতিরিক্ত সচিব, (বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. অতিরিক্ত সচিব, (উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক (সংশ্লিষ্ট), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১৮. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৯. পরিচালক, (যুগ্মসচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২০. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।
২১. উপ-পরিচালক (উপ-সচিব) বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (Establishment Division এর ০৭/১২/১৯৭৩ এর Memo No. G-II/IG-১/৭৩-৫১৪ এর Office Memorandum মোতাবেক গেজেট প্রকাশের জন্য)।
২২. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৪ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
২৩. জেলা প্রশাসক,...।
২৪. জেলা শিক্ষা অফিসার,...।

২৯/০৩/১৭

(ড. মুহম্মদ মনিরুল হক)
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
ফোন: ৮১৯১০১৭

প্রকাশকাল : এপ্রিল, ২০১৭